তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

*'সব বয়সের পুরুষ নারী
লেখাপড়া শিখতে পারি'*

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসে

একটি জাতির উন্নতির পেছনে সবচেয়ে বড় চালিকাশক্তি হচ্ছে তার শিক্ষা। নিরক্ষর জাতি কখনোই উন্নতির চরমে পৌছাতে পারে না। শিক্ষা মানুষের মনের দরজাকে, চোখের দৃষ্টিকে প্রসারিত করে। আর সেই জন্যই দেশের একটি বিরাট অংশকে শিক্ষা থেকে দূরে রেখে কাঙ্ক্ষিত উন্নতি আশা করা যায় না। শিক্ষা হচ্ছে উন্নতির পূর্বশর্ত। গণতান্ত্রিক সংস্করণের রক্ষা কবচ। উন্নয়ন কার্যক্রম সফল করার মৌলিক হাতিয়ার তার সাক্ষর জনগোষ্ঠী। এই উপলব্ধি থেকেই মানবসম্পদ উন্নয়ন বিশেষজ্ঞরা বস্তুগত সম্পদের চেয়ে অবস্তুগত সম্পদ অর্থাৎ মানবসম্পদ উন্নয়নে প্রাধান্য দিয়েছেন।

১৯৬৫ সালে ইরানের তেহরান শহরে ইউনেস্কোর আহবানে পৃথিবীর ৮৯টি দেশের শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষাবিদ এবং পরিকল্পনাবিদের সম্মিলিত সিদ্ধান্তের ফলে প্রতিবছর ৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালিত হচ্ছে। বিশ্বের সব মানুষের মধ্যে শিক্ষা সম্পর্কে সচেতনতাবোধ জাগ্রত করা এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণে সমাজের সর্বস্তরে উদ্দীপনা ও সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালন। বাংলাদেশে সাক্ষরতা কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নের জন্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। যেমন

- গ্রাম অঞ্চলের মানুষের ভেতর শিক্ষার ব্যাপারে আগ্রহ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী গ্রহণ করা।
- দেশে দরিদ্র ও অনগ্রসর পরিবারের শিশু-কিশোর ও বয়স্ক নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি চালু করা হয়েছে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা।
- বিভিন্ন বৃত্তি ও উপবৃত্তি প্রদান।
- গ্রাম এলাকায় বিনা বেতনে মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থাকরণ।

এছাড়া প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের আওতায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ব্যবস্থায় সারা দেশে বিস্তার করেছে সার্বিক সাক্ষরতা কর্মসূচী।

১৯৯১ সালে শতকরা ৩৫ শতাংশ বয়স্ক সাক্ষরতা নিয়ে বাংলাদেশে সংগঠিত আকারে সাক্ষরতা কর্মসূচীর বাস্তবায়ন শুরু হয়। ১৯৯৭ সালে এই হার শতকরা ৫০ ভাগে উন্নীত হয়েছে। ১৯৯৮ সালে দাঁড়িয়েছে ৫৬ শতাংশে। এই অগ্রগতি অব্যাহত রয়েছে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর এখন স্বাক্ষরতার পাশাপাশি অর্জিত সাক্ষরতার স্থায়িত্ব নিশ্চিত করার জন্য কাজ করছে অব্যাহত শিক্ষার ক্ষেত্রে। মৌলিক সাক্ষরতা কর্মসূচীর শেষে বিভিন্ন মেয়েকে সাক্ষরতা কর্মসূচীর মাধ্যমে যাতে নব্য সাক্ষরতা অর্জিত সাক্ষরতা চর্চা ধরে রাখতে পারেন এবং সাক্ষরতাকে নিজ প্রয়োজনে দৈনন্দিন জীবন-জীবিকা নির্বাহে কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে পারেন, এজন্য রয়েছে উপানুষ্ঠানিক অধিদপ্তরের বিভিন্ন কার্যক্রম। এর মধ্যে রয়েছে দেশের ৬৪টি জেলায় গ্রাম শিক্ষা মিলন কেন্দ্র নামে ৯৩৫টি গ্রামীণ পাঠাগার। অব্যাহত শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে, এসব কেন্দ্রে সাক্ষরতা চর্চার পাশাপাশি রয়েছে বিভিন্ন ধরনের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। বাংলাদেশে সরকার আগামী ২০০৬ সালের মধ্যে নিরক্ষরমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই লক্ষ্যমাত্রা কেবল একা সরকারের পক্ষে অর্জন করা সম্ভব নয়। সেইজন্য দেশের মানুষকেও এগিয়ে আসতে হবে।

ডাঃ মোস্তফা আবদুর রহিম,
পরিচালক, সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, মিরপুর, ঢাকা ১২১৬